প্রমীলা
স্মৃতিকথা সংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা

বিজিত ঘোষ

দ্বিতীয় খণ্ড

সেকালে বিখ্যাত, একালে বিস্মৃত
১০ জন লেখিকার ১০টি স্মৃতিকথা

পুনশ্চ

সূচিপত্র

ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা	কৃষ্ণভাবিনী দাসী	০৯
নেপালে বঙ্গনারী	হেমলতা সরকার	১৫১
জীবনের ঝরাপাতা	সরলাদেবী চৌধুরাণী	২০৩
শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত	মানদা দেবী	৩৩৩
ডায়েরী	সুপ্রভা দত্ত	৪০৩

॥ ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা ॥

প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্ব কথা।

পাঠকপাঠিকাগণ! যদিও আমি আপনাদের নিকট একেবারে অপরিচিত এবং আপনাদের নিকট হইতে শত শত ক্রোশ দূরে রহিয়াছে, তথাপি আপনাদের চিত্ত বিনোদনের আশায় আমি এত ক্ষুদ্র ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় এই সামান্য পুস্তকখানি জনসমাজে বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি গ্রন্থকর্ত্রী নাম পাইবার বা নিজের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ করিবার অভিলাষে এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করি নাই; অনেক নূতন দ্রব্য দেখিয়াছি এবং তদ্দর্শনে আমার মনে অনেক নূতন ভাবের উদয় হইয়াছে, কেবল সেইগুলি অবকাশমতে সরল ভাষায় যথাসাধ্য পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে সমাস, সন্ধি ও অলংকারের আতিশয্য নাই, এবং এমন কোনো ভাব নাই যে আপনারা নাটক বা উপন্যাস পড়িবার মতো আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বই শেষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন। ইহাতে কোনো মনের উত্তেজক বীরনারী অথবা বীর পুরুষের আখ্যায়িকা নাই, কোনো আদি বা করুণ রসাত্মক কাব্যও নাই, কেবল স্বাধীন ও পরাধীন জীবনে কত প্রভেদ তাহাই ইহাতে দেখিতে পাইবেন। এই পুস্তকে কোনো অমূলক বিষয়ের বর্ণনা নাই, এবং আপনারা মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করিলে কিঞ্চিৎ উপকারও পাইতে পারেন, অন্তত পড়িলে কোনো ক্ষতি হইবে না। আজ কাল ইংলন্ডের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বাড়িতেছে। আর অনেক ভারতীয় যুবক ইংলন্ডে আসিবার পূর্ব্বে এদেশের বিষয় জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হন, অতএব অনেকে এই পুস্তক হইতে দুই একটি আবশ্যক বিষয় জানিতেও পারিবেন।

পাঠিকাগণ! আমিও আপনাদের ন্যায় একটি বাড়িতে বদ্ধ ছিলাম; দেশের, পৃথিবীর কোনো বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করতাম কিন্তু পারিতাম না। দেশের সমস্ত ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত্ত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলেত যাইতেছেন কিংবা কেহ বিলেত হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন শুনিলেই মন নাচিয়া উঠিত, বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার নতুন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্য পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, সুতরাং চুপ করিয়া থাকিতাম। বোধহয় ইংলন্ডের জানিবার নিমিত্ত আমার মতো আপনাদের মধ্যে অনেকের মনে কৌতূহল জন্মে, সেই ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার বাসনায় আমি এই 'ইংলণ্ডে বঙ্গমহিলা'কে আপনাদের করে অর্পণ করিলাম।

আমি এই পুস্তকে এদেশে ইংরাজদের ভালো মন্দ যাহা দেখিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি; বিদেশে, বিশেষ ভারতবর্ষে ইহাদের যে রূপান্তর হয়, তাহা সমস্ত মন হইতে দূর করিয়া যতদূর সাধ্য অপক্ষপাতীভাবে ইংরাজদের আচার ব্যবহার ইত্যাদি বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। ভারতবর্ষ ও ইংলন্ডের মধ্যে যেরূপ অমিল প্রভেদ এবং ইংলন্ডবাসীদের সঙ্গে ভারতবাসীদের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহাতে স্থিরচিত্তে ইংরাজদের গুণাগুণ পর্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অতি কঠিন ব্যাপার;

অতএব পাঠকবর্গ যদি উহাদের সম্বন্ধে সমস্ত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া উদারচিত্তে এই পুস্তকখানি পাঠ করেন, তাহা হইলে, অপক্ষপাত বিচারে আমি কতদূর সফল হইয়াছি ইহা বুঝিতে পারিবেন।

এই পুস্তক রচনায় আমি কোনো কোনো বিষয়ে ইংরাজি গ্রন্থ, মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সাহায্য লইয়াছি এবং আচার ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একজন বিশ্বাসী ইংরেজ বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথার্থ কথা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার কোনো বিষয়ে ভ্রম হয় এই আশঙ্কায় ইংরাজেরা নিজে আপনাদের সম্বন্ধে কীরূপ বিচার করে এবং বিদেশীয়েরা ইহাদের দোষগুণ সম্বন্ধে কী বিবেচনা করে, তাহা জানিবার নিমিত্ত ইংরাজরচিত ও বিদেশীয় কর্ত্তৃক লিখিত কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছি; ইহাদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসি পণ্ডিত মসিও টেনের রচিত ইংল্যান্ডসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ হইতে অনেক উপকার পাইয়াছি। শিক্ষা, রাজনীতি ইত্যাদি কয়েকটা বিষয়ে আমার স্বামী যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তিনি এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অনেক স্থল সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়াছেন, এবং তাঁহার পরামর্শে স্থানে স্থানে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছি। তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম বিনা আমি কখনোই এই পুস্তক বর্তমান আকারে বাহিরে আনিতে পারিতাম না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতা হইতে বোম্বাই।

২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বোম্বাই হইয়া ইংলন্ডে যাইবার জন্য আমার স্বামীর সহিত হাবড়া স্টেশনে আসিয়া কলিকাতা হইতে রওনা হইলাম। আজ আমি মুখ খুলিয়া কলের গাড়িতে উঠিলাম। আজ আমি অনেক কষ্টে জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া ইংলন্ডে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছি। মনে মনে কলকাতার কাছে বিদায় লইলাম; গাড়ির ঘণ্টা বাজিল, আমাদের ও অন্যান্য অনেক লোক লইয়া গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দে ছুটিল। কলিকাতা, আত্মীয় পরিজনেরা সকলে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। গাড়িতে এত লোক আছে কিন্তু আমার মতো কি কাহারও মনে এত কষ্ট হইতেছে? বোধহয়, না। অনেকে বোম্বাই, জব্বলপুর, এলাহাবাদ ইত্যাদি স্থানে হাওয়া খাইতে ও বেড়াইতে যাইতেছে, আবার দুই এক মাস পরে কলকাতায় ফিরিয়া আসিবে, আবার আত্মীয় লোকদের দেখিতে পাইবে, তবে তাহাদের কষ্ট হইবে কেন? আবার যাহারা বিদেশ হইতে স্বদেশে যাইতেছে তাহাদের তো কথাই নাই; কিন্তু আমার মতো কি কেহ স্বদেশ ছাড়িয়া অনেক দিনের জন্য বিদেশে যাইতেছে? বোধহয় না; তবে আমার এ কষ্টের সহিত আজ অন্য কাহারও কষ্টের তুলনা হয় না।

বাল্যসহচরী কলিকাতাকে ভাবিতে লাগিলাম; যদিও আমি কলিকাতায় জন্মাই নাই বটে, কিন্তু বিবাহ হইয়া অবধি আমি কলিকাতায় রহিয়াছি। অনেক বৎসর আমার ইহার সহিত আলাপ হইয়াছে, আজ সেই বহুদিনের বন্ধুত্বসূত্র কাটিয়া চলিলাম। দেখিতে দেখিতে হুগলি ও বর্দ্ধমান ইত্যাদি স্টেশনে আসিতে লাগিলাম; ইহারা আমার পূর্ব পরিচিত, আগে পিত্রালয়ে যাইবার সময় মুখ ঢাকিয়া এই স্টেশন দিয়া যাইতাম, কই আজ আমার সে ঘোমটা কোথায়? ঘোমটা টানিতে গিয়া মাথায় টুপিতে হাত ঠেকাতে নিজের ভিন্ন পোশাক দেখিয়া মনে মনে একটু লজ্জা হইল। আজ আমাকে কোনো পরিচিত লোক দেখিলে চিনিতে পারিবে না, হয়তো 'মেম সাহেব' বলিয়া সেলাম করিবে অথবা ভয়ে সরিয়া যাইবে। কী আশ্চর্য! পোশাকে এত প্রভেদ! ক্রমে ক্রমে রাত্রি গভীর হইল, কতক জাগিয়া ও ভাবিয়া আর কতক স্বপ্ন দেখিয়া রাত্রি কাটাইলাম। আবার দিন আসিল, দিনের সঙ্গে আমার মনও অনেক নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে ব্যস্ত হইল। দুই পাশে মাঝে মাঝে দু চার খানা খড়ুয়া ঘর ভিন্ন সমস্তই সবুজবর্ণ মাঠ; অর্দ্ধপক্ক শস্য মৃদু মৃদু মারুতভরে হেলিয়া দুলিয়া নাচিতেছে; নানাপ্রকার পক্ষী মধুর স্বরে কলরব করিতে করিতে নির্ভয়ে মাঠের উপর স্বাধীনভাবে খাদ্য অন্বেষণ করিতেছে; রৌদ্রতাপে ক্লান্ত হইয়া গাভিগুলি দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষতলে শয়নাবস্থায় রোমন্থ করিতেছে; তাহাদের বৎস সকল চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া স্থিরভাবে নিজ নিজ জননীর দুগ্ধ পান করিতেছে—এই সমুদায় দৃশ্য দেখিয়া কাহার মন না মোহিত হয়?

নতুন নতুন স্টেশনের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম; অনেকক্ষণ অন্তরে কেবল প্রধান স্টেশনগুলিতে কলের গাড়ি থামিতেছে। বেলা আটটার সময় একটা স্টেশনে প্রায় আধঘণ্টা গাড়ি থামাতে আমরা নামিয়া একটু বেড়াইলাম; মনে বড়ো আহ্লাদ হইল, আবার দুঃখও হইল,

আহ্লাদ—আমি স্বাধীন, দুঃখ—ভারতমহিলারা এ স্বাধীনতাসুখ জানেন না। গাড়ির ঘণ্টা বাজাতে আবার গাড়িতে আসিয়া বসিলাম, উহা দৌড়াইয়া চলিল। ক্রমে পাটনায় আসিয়া পৌঁছিলাম; অদূরে দু একটি বৃহৎ বৃহৎ বাড়ির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে নানাপ্রকার চিন্তা আসিল। আদিমকালে যখন গ্রিসের রাজা সুপ্রসিদ্ধ আলেকজান্ডার প্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন; তখন পাটলিপুত্র বা পাটনানগরে মগধসিংহাসনে মহানন্দ নামে রাজা আসীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সে সময়ে কত গৌরব ও তেজ ছিল, আর এখন ইহা কত হীনপ্রভ হইয়াছে ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া যায়। এক সময়ে ইহা রাজধানী হইয়া বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ও দুর্গে পরিশোভিত ছিল, এখন একটা সামান্য জনপদের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া রহিয়াছে।

বিকালবেলা চারিটার সময় মোগলসরাইয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম; দেখি স্টেশনে চতুর্দ্দিকে ভয়ানক লোকের ভিড়, পরে জানিলাম যে ইহারা তীর্থযাত্রী, কাশীদর্শন করিতে যাইতেছে বা কাশীদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। মোগলসরাই হইতে অল্প দূরে হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান কাশী, এই পুণ্যভূমি দর্শন করিতে অনেক লোক যাইতেছে দেখিয়া, আমারও এই অতি প্রাচীন ও পুরাতন কাশী নগর দেখিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। অল্পক্ষণ পরেই আবার কলের গাড়ি ছাড়িল, আমিও কাশীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম। ক্রমে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল, অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না বলিয়া গাড়ির ভিতর থাকিতে কষ্ট হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় এলাহাবাদে আসিয়া গাড়ি থামিল। এ পর্যন্ত যে সকল স্টেশন দেখিয়া আসিয়াছি, হাবড়া ব্যতীত সে সমুদায়ের অপেক্ষা এলাহাবাদের স্টেশন বড়ো; স্টেশনটি লোকে পরিপূর্ণ, আর কর্মচারীদের মধ্যে অনেক ইংরাজ দেখিতে পাইলাম। এলাহাবাদ হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই পুণ্যস্থান; গঙ্গা ও যমুনানদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত প্রয়াগ নগর অতি পুরাকাল হইতে হিন্দুদের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং এলাহাবাদকে মুসলমানেরা 'আল্লা' বা পরমেশ্বরের নগর বলিয়া পবিত্র মনে করে।

এলাহাবাদ স্টেশনে গাড়ি বদলাইতে হইল, এইখানে আমি স্ত্রীলোকের গাড়িতে উঠিলাম; সে কামরায় আর কোনো স্ত্রীলোক যাত্রী ছিল না, আমার স্বামী আমাকে অনেক বলিয়া পাশের গাড়িতে উঠিলেন, আমি একাকী গাড়িতে বসিয়া রহিলাম। আজ একটি ভয়ংকর রাত্রি বলিয়া বোধ হইল; আজ আমি একাকিনী স্ত্রীলোকের কামরায় বসিয়া আছি, মনে কত ভাবনা আসিতেছে,—কলিকাতা, মা, ভাই, বোন সকলেই একে একে মনে আসিতে লাগিল, বড়ো কষ্ট হইল। কেবল মাঝে মাঝে স্টেশন ও দুই একটা আলো ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম; রাত্রি চারিটার সময় আকাশে আলো দেখিয়া চাহিয়া দেখি চমৎকার একটা ধূমকেতু উঠিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যে ধূমকেতু দেখিয়াছিলাম মনে হইল না যে ইহা সেইটি, কারণ ইহা তাহা অপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল, এবং এইটির আলোতে সমস্ত স্থান চন্দ্রকিরণে আলোকিত বলিয়া মনে হইল। লোকে বলে ধূমকেতু অমঙ্গলের চিহ্ন, কিন্তু এরূপ শান্তমূর্ত্তি ও নিষ্কলঙ্ক গ্রহের আবির্ভাবে যে পৃথিবীর কোনো প্রকার মন্দ হইতে পারে তাহা আমার এ ক্ষুদ্র চিত্তে ভাবিতে পারি না।

ক্রমে ক্রমে আলো হওয়াতে আমার মনেও আলো হইল, সমস্ত ভাবনা দূর করিয়া দিয়া গাড়ির জানালার নিকট বসিয়া স্বভাবের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বেলা ছয়টার সময় জব্বলপুর আসিয়া পৌঁছিলাম, এখানে প্রায় এক ঘণ্টা গাড়ি থামে, জানিলাম যে এখানে আমাদের আবার গাড়ি বদলাইতে হইবে। বোধহয় অনেকে জানেন যে, কলিকাতা হইতে এলাহাবাদ দিয়া দিল্লি ইত্যাদি স্থানে যে রেলওয়ে গিয়াছে তাহা এক কোম্পানির, এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর পর্যন্ত অপর কোম্পানির, এবং জব্বলপুর হইতে বোম্বাই আর এক ভিন্ন কোম্পানির। অনেক ট্রেন একেবারে

কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্যন্ত বরাবর আসে, একবারও গাড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা সে রকম ট্রেন পাই নাই, এই নিমিত্ত আমাদের দুই বার গাড়ি বদলাইতে হইয়াছিল। শুনিয়াছিলাম জব্বলপুর অতিশয় সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর নগর, দেখিয়া বোধ হইল তাহা সত্য। ইহার চারিদিকে পাহাড় এবং এখানে অনেক আশ্চর্য দৃশ্য আছে। জব্বলপুরে দিন কতক থাকিয়া নর্ম্মদানদীর অদ্ভুত জলপ্রপাত, মার্ব্বল পাথরের পাহাড় এবং এখানকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু বোম্বাই হইতে ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংলন্ডের জন্য জাহাজ ছাড়িবে বলিয়া এখানে থাকা হইল না; তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠিতে হইল।

জব্বলপুর স্টেশন হাবড়া ও এলাহাবাদ স্টেশন অপেক্ষা বেশি ছোটো নয়, এখানে অধিকাংশ কর্ম্মচারী মার্হাট্টি। বঙ্গদেশে জন্মানো বশত ভারতের নানা প্রদেশের লোকেরা যে নানা প্রকার আকৃতি প্রকৃতি বিশিষ্ট ইহা পড়িয়া ও শুনিয়াও মনে ভাবিতে পারিতাম না, কিন্তু আজ তাহা নিজ চক্ষে দেখিতেছি। এলাহাবাদ, মোগলসরাই প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নগরে একরকম লোক দেখিয়াছি, আবার এখানে অন্য এক প্রকারের লোক দেখিতে পাইতেছি। মার্হাট্টিরা দেখিতে ছোটো কিন্তু ইহারা বলবান, সাহসী ও তেজস্বী; দেখিলে মনে হয় যে ইহারা কাহারও পদানত নহে, এবং শুনিয়াছি ইহারা অতিশয় চতুর, কষ্টসহ ও কর্ম্মিষ্ঠ। ইহারা অতি মোটা কাপড় ও উড়ানি পরে এবং মাথায় এক বৃহদাকার পাগড়ি বাঁধে। প্রায় সকলেই কাঠের জুতা পায়ে দেয়, উহা দেখিতে অনেকটা খড়মের মতো, কিন্তু চামড়া বা দড়ি দিয়া পায়ের সঙ্গে বাঁধা। এক ভারতবর্ষের ভিতর এত প্রভেদ আছে ভাবিয়া আশ্চর্য হইলাম। মনে হইল যে যদি একজন বাঙালি, একজন মার্হাট্টি ও একজন পশ্চিমবাসী লোক কোনো বিদেশে যায়, তাহা হইলে কেহই ভাবিতে পারে না যে ইহারা তিন জন একদেশের লোক। প্রথম কারণ তিনজনকে দেখিতে তিন রকম, দ্বিতীয় কারণ, তিনজনে তিন ভাষায় কথা কহে, তৃতীয়ত তিনজনের তিন প্রকার আচার ব্যবহার; ইহাতে কী প্রকারে অন্যে ভাবিতে পারে যে ইহারা তিনজনেই এক ভারতের সন্তান? আবার যদি কেহ তিনজনের সহিত কথা কহে, দেখিবে যে বাঙালি সুচতুর, বুদ্ধিমান ও বিদ্যাবান, ইহার কাছে ইংরাজ রাজত্বের অনেক খবর পাইবে এবং কথা কহিয়া সুখী হইবে, কিন্তু কাজে তত নয়। পশ্চিমবাসীদের সহিত কথা কহিলে কেবল শিবদুর্গার নাম শুনিতে পাইবে; ইহারা চালাকও নয়, বিদ্যাবানও নয়, কিন্তু ইহাদের বল ও সাহস আছে, আর একটি বিশেষ গুণ যে ইহারা কপট নয়। মার্হাট্টিরা আবার বাঙালিদের ন্যায় বিদ্যাবান নয় বটে কিন্তু বুদ্ধিমান ও কাজের লোক, সকল বিষয়েই চালাক ও পটু এবং ইহাদের তেজ ও সাহস আছে। ইহাদের দেখিয়া শিবাজী ও অন্যান্য মার্হাট্টি বীরপুরুষের কথা মনে পড়িল। ভাবিলাম যাঁহারা মোগলরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া পুনরায় ভারতের স্বাধীনতাসূর্যকে আনিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে বহুদিন পরে যবনশোণিতে ভারত আর একবার প্লাবিত হইয়াছিল, যাঁহাদের উপদ্রবের ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটেরাও কম্পমান হইত এবং যাঁহাদের হইতে মোগল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, ইহারা সেই বীরজাতির বংশ।

এই সকল বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে জব্বলপুর হইতে প্রস্থান করিলাম। এখন হইতে পর্ব্বতময় দেশ আরম্ভ হইল; গাড়ির দুপাশেই ছোটো ছোটো পাহাড়, মাঝে মাঝে অতি প্রকাণ্ড গর্ত্ত ও বন, এবং ভূমি অতি উচ্চ নীচ। বাঙ্গালাদেশে দুচারটি তৃণশূন্য পাহাড় দেখিয়া মনে ভাবিতাম পাহাড়ের উপর কোনো প্রকার গাছ জন্মায় না, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে আমার দুপাশের পাহাড়গুলি নানাপ্রকার তৃণ, লতা ও তরু দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য অতি চমৎকার, আমি যদি কবি হইতাম তাহা হইলে এই মনোহর শোভা বর্ণনা করিয়া কত ভালো ভালো বই লিখিতে

পারিতাম, বা চিত্রকর হইলে এই অপরূপ নৈসর্গিক দৃশ্যের চিত্র আঁকিয়া লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতাম। দুধারে সবুজবর্ণ পাহাড়শ্রেণি দেখিয়া বোধহয় যেন ইহারা রেলের গাড়িকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, মনে হয় না যে কেহ এই স্বাভাবিক প্রাচীর ডিঙিয়া আসিয়া আমাদের কোনো অনিষ্ট করিতে পারে। যতদূর যাইতে লাগিলাম তত আরও নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতে পাইলাম; ক্রমে অধিকতর পার্ব্বতীয় দেশে আসিয়া পড়িলাম। ছোটো ছোটো পাহাড় ছাড়িয়া এখন বড়ো বড়ো পর্ব্বতের পাশ দিয়া গাড়ি চলিল; যে দিকে চাহি সে দিকেই দেখি দুর্ভেদ্য পর্ব্বত সমূহ বিস্তৃত রহিয়াছে। বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, এই সময়ে স্বভাবের শোভা আরও বাড়িয়া উঠিল। এখন নর্ম্মদানদীর একটি শাখার পাশ দিয়া গাড়ি যাইতেছে, একদিকে সবুজ পাহাড় ও অন্য দিকে কাঁচের মতো চকচকে জল, আবার মাথার উপর লালবর্ণ আকাশ মাঝখানে যেন সমস্ত কাঁপাইয়া ঘড় ঘড় শব্দে গাড়ি যাইতেছে; গাড়িটাকে থামাইয়া কিছুক্ষণ এই শোভা দেখিতে ইচ্ছা হইল—পারিলাম না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। দুই দিন ও দুই রাত্রি ক্রমাগত কলের গাড়িতে বসিয়া ক্লান্ত হইয়াছিলাম এবং অল্প অল্প অন্ধকার হওয়াতে কিছুই উত্তমরূপে দেখিতে না পাইয়া আমি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম; মনে নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইল। এক সময়ে প্রকৃতির বিচিত্র শোভা ভাবিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম, আবার আমার দেশীয় পরাধীনা ভগিনীদের কথা মনে পড়িয়া দুঃখ হইল; তাঁহারা যদি এই সকল অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পান তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার মতো তাঁহাদেরও আনন্দ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহারা এ সকল সুখে বঞ্চিত। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইতে লাগিলাম; অন্ধকারে সমস্ত শোভা ঢাকিয়া ফেলিল, মাঝে মাঝে স্টেশন ও আকাশের তারা ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। এই সময়ে আমরা দুইটি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গেলাম; সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া গাড়ি যাইবার সময় মনে হয়, যেন পর্ব্বতের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে গাড়ি ব্যূহভেদ করিয়া চলিতেছে। রাত্রি হওয়াতে বড়ো কষ্ট হইল, এমন সুন্দর দেশে আবার রাত্রি কেন? শুনিয়াছিলাম এখানকার পর্ব্বতের দৃশ্য অতি চমৎকার, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাল ২৯ শে বোম্বাই পৌঁছিব এবং কলের গাড়ির সময় ক্লেশ দূর হইবে ভাবিয়া মনকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিলাম; জাগিয়া ও স্বপ্ন দেখিয়া একরকমে রাত্রি কাটিল।

সকালবেলা আবার চারিদিকে বাড়ি ও কারখানা ইত্যাদি অনেক রকম জিনিস দেখিতে পাইলাম; বোধ হইল যেন রাত্রির মধ্যে আমরা এক নূতন সৃষ্টিতে আসিয়াছি, আর সে রকম সবুজবর্ণ পাহাড়ও নাই বা উচ্চ নীচ ভূমিও নাই। এখন সব বাড়ি, লোক ও কারখানা দেখিতে দেখিতে চলিলাম, দুই পাশেই অনেক কল হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে; শীঘ্রই বোম্বাই নগর দেখিতে পাইব বলিয়া বড়ো আহ্লাদ হইল। এইরূপে নয়টা বাজিল, গাড়ি বোম্বাইয়ের স্টেশনে আসিয়া থামিল। কুলিরা আসিয়া গাড়ি হইতে সব জিনিস নামাইতে লাগিল। আমরাও নামিলাম। স্টেশন লোকে ও নানা প্রকার দ্রব্যে পরিপূর্ণ, কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার স্বামী আমাকে সতর্ক হইয়া সব জিনিস দেখিতে বলিয়া আমাদের থাকিবার জন্য হোটেল ঠিক করিতে গেলেন। আজ যদি আমি ঘোমটা দিয়া এই স্টেশনে দাঁড়াইতাম তাহা হইলে কত লোক চাহিয়া দেখিত, কিন্তু আমাদের দেশে ইংরাজি পোশাকের কী মাহাত্ম্য! কেহ তাকাইতেও সাহস করে না, সকলেই ভয় পায়। স্টেশনের সম্মুখেই অনেক ভাড়াগাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, গাড়োয়ানেরা আসিয়া 'গাড়ি চাই' বলিয়া জ্বালাতন করিতে লাগিল। আমার স্বামী ফিরিয়া আসিবার পর গাড়ি করিয়া আমরা একটা বড়ো হোটেলে গেলাম।